একক ঃ ৪.০২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০)। "সমাজ ও সময়ের অমঙ্গলের যে বোধ রবীন্দ্র শিল্পে বিশেষত তাঁর পরবর্তী স্তরের কবিতায়, গল্পে উপন্যাসে, প্রবন্ধে বাণীবদ্ধ হয়েছিল, রিলে রেসের মত যতই তার ঘরানা নিয়ে বাঙালি লেখক ক্রমশ এগিয়ে থাকুন, তবু স্বরাজ্যে স্বরাট হয়ে আছেন বিভূতিভূষণ, তাঁর সহজ ভাষা, দেশি শব্দ, চেনা পৃথিবীর দিনানুদৈনিক আটপৌরে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ও অম্লান ভালবাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে।" (কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'বিভূতিভূষণ দুটো-একটা কথা/ বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ)

'পথের পাঁচালী'-র স্রষ্টা বিভূতিভূষণের গল্পের জগৎ সুবিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। শুধু পল্লীপ্রকৃতি বা পল্লীর মানুষ নয় জীবনের সব দিকেই গল্পকার বিভূতিভূষণের দৃষ্টি পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-সমালোচকের মন্তব্য — "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সামগ্রিক জীবনের শিল্পী। তাঁর ছোটগল্প তার পরিচায়ক।" (কালের পুত্তলিকা)

উপন্যাসের মতো বিভূতিভূষণের গল্পের গঠন ও কিছুটা শিথিল। সমস্ত গল্পই যে শিল্পসফল তা নয়। তবে সহজ সরলভাবে কাহিনি বর্ণনে তিনি আশ্চর্যভাবে সফল ছিলেন। কোনো বিশেষ মতবাদ বা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বিভূতিভূষণ গল্প লেখেন নি। অতি তুচ্ছ জিনিসের প্রতি মমতা ও অতি সাধারণ চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি তাঁর লেখার প্রেরণা। বিভূতিভূষণের গল্প-গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। প্রথম গল্প-সংকলন 'মেঘমল্লার' (১৯৩২)। অন্য সংকলনগুলি হল — 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৩৮), 'কিন্নর দল' (১৯৩৮), 'বেনীগির ফুলবাড়ি' (১৯৪১), 'নবাগত' (১৯৪৪), 'উপলখণ্ড' (১৯৪৫), 'বিধুমাস্টার' (১৯৪৫), 'ক্ষণভঙ্গুর' (১৯৪৫), 'অসাধারণ' (১৯৪৬), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৪৭), 'মুখোশ ও মুখশ্রী' (১৯৪৭), 'আচার্য কৃপালিনী কলোনি' (১৯৪৮), 'কুশল পাহাড়ী' (১৯৫০), 'রূপহলুদ' (১৯৫৭), 'বাক্সবদল' (১৯৬৫) প্রভৃতি।

প্রচুর গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ। মানুষের প্রতি গভীর মমতা ও জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'। প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটি রচিত। স্বামী চাকরির জন্য প্রবাসী। বাড়িতে থাকা নিঃসঙ্গ এক গৃহবধূর জীবন নিয়ে গল্পটি লেখা। পরের গল্প

Scanned with CamScanner

'উমারাণী' ও বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। প্রথম দুটি গল্পেই মেয়েদের প্রতি গল্পকারের প্রবল সহানুভূতি চোখে পড়ে।

পল্লীসমাজ বিভূতিভূষণের লেখার অকৃত্রিম উৎস ও প্রেরণা। 'স্মৃতির রেখা'য় তিনি মন্তব্য করেছেন — ''বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে — তাদের কথাই বলতে হবে; তাদের সে গোপন সুখ দুঃখকে রূপ দিতে হবে।''

এই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'পুঁইমাচা' গল্পটি। পাড়াগ্রামের গরিব বাড়ির মেয়ে ক্ষেন্তি খেতে ভালোবাসত। পুঁইশাক তার প্রিয় খাদ্য ছিল। বাড়িতে পুঁই গাছ পোঁতে। কিন্তু ক্ষেন্তি তার স্বাদ নিতে পারে না। তার বিয়ে হয়ে যায় এবং তারপর বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বলা বাহুল্য গরিবের মেয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে উপেক্ষা ছাড়া কিছু জোটে নি। ক্ষেন্তি মারা যায় কিন্তু তার পোঁতা পুঁইগাছ বেড়ে ওঠে — ''বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!''

পল্লী সমাজ ও পল্লীপ্রকৃতি দুইই বিভূতিভূষণের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' পল্লী প্রিয়তার গল্প। বার্ধক্যে বারাণসী মেনে দ্রবময়ী কাশীতে যান। কিন্তু মন পড়ে থাকে গ্রামে। শেষে বাড়ি ফিরে বোঝেন এই তার পরম তীর্থ।

'সিঁদুরচরণ'-গল্পেও এই আসক্তির কথা আছে। হাতে কিছু পয়সা পেতেই সিঁদুরচরণ গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ট্রেনযাত্রা, অচেনা জায়গা সবই তাকে অবাক করে। কিছুদিন বাইরে থাকে। কিন্তু তারপরই দেশের জন্য মন ব্যাকুল হয়। গ্রামে ফিরে স্বস্তি বোধ করে।

'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পেও ভণ্ডুলমামার গ্রাম প্রীতির কথা আছে। ছেলেমেয়েরা কলকাতায় থাকলেও ভণ্ডুলমামা রিটায়ার করে অসমাপ্ত গ্রামের বাড়িতে থাকেন এবং সেখানেই মারা যান।

'আহ্বান'-গল্পটিতে এক গ্রাম্য মুসলমান রমণীর বাৎসল্য আমাদের অবাক করে।

পল্লীপ্রেমিক হলেও বিভূতিভূষণ সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। গ্রামজীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 'কিন্নর দল' গল্পে কুচুটে হিংসুটে গ্রামসমাজের ছবি আছে। তবে এর মূলে আছে দারিদ্র্য। শ্রীপতির বৌ এই ঈর্ষা ও কলহপ্রিয় রমণীসমাজকে পাল্টে দেয়। তার রূপ, গুণ এবং তার ভাই-বোন (কিন্নর দল)-রা নতুন এক অনুভূতি নিয়ে আসে সবার মনে। সবাইকে আনন্দ দিয়ে শ্রীপতির বৌ হঠাৎই মারা যায়। গল্পের শেষে দেখি তার রেকর্ড করা গান আবার গ্রামে তার স্মৃতি ফিরে আসে। 'মৌরীফুল'-গল্পে এক প্রেমবঞ্চিত নারীর প্রেমের তৃষ্ণার মর্মস্পর্শী ছবি আছে। বাংলার গ্রামজীবনের অপূর্ণতার ছবি আছে 'বিপদ' গল্পে। গরিব বাড়ির মেয়ে হাজু শেষ পর্যন্ত পতিতা হয়। নিজের গ্রামের লোক দেখে গল্পকারকে সে চা খাওয়ায়। লেখকের মনে কোনো ঘৃণা হয় না তিনি ভাবেন — ''কাল ও ছিল ভিখারিনি', আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে... গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে... ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে।''

'বাসা'-গল্পেও গ্রাম জীবনের অসারতার কথা আছে। গ্রামের একটি পরিবারকে শহরে দেখে লেখকের মনে হয় — 'আমাদের গ্রামে বসে কখনও এ ব্যাপার সম্ভব হত না।'

বিভূতিভূষণের কয়েকটি গল্পে বাস্তবাতীত অনুভূতির প্রকাশ আছে। 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'লুটি মন্তর',

Scanned with CamScanner

'ভৈরব চক্কোত্তির গল্প' প্রভৃতি লৌকিক সংস্কার নির্ভর গল্প। পরিবেশ রচনা এবং বর্ণনার পারিপাট্যে 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' অবিশ্বাসীর মনেও অতিলৌকিক বিশ্বাস এনে দেয়।

রোমান্টিক কল্পনার অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে। বিভূতিভূষণের 'মেঘমল্লার' গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে — ''রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়লে এই গল্পই 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'চিত্রাঙ্গদা' হয়ে উঠত।'' (বাংলা গল্প বিচিত্রা) ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'নবাগত' সংকলনে ১৯৩৯—১৯৪৩ এর অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বিভূতিভূষণের গল্পে গভীর ছাপ ফেলেছে। প্রকৃতি বা আধ্যাত্মিকতার জগৎ ছেড়ে তিনি প্রবল বস্তুমুখী হয়েছেন এই ধরনের গল্পে। 'পার্থক্য'-গল্পে গরিবের ক্ষুধা ও সচ্ছল গৃহকর্তার ব্রাহ্মণ-প্রীতির রূঢ় বাস্তব চিত্র আছে। ভিক্ষা দেবার 'কোটা' শেষ হয়ে যাওয়ায় গৃহকর্তা রুক্ষভাবে বাকি ভিক্ষুকদের তাড়িয়ে দেন। কিন্তু এক ব্রাহ্মণের ছেলে জল চাইলে তিনি তাকে সযত্নে খাওয়ান। 'প্রগতি' সংকলনের 'সই' — গল্পেও শ্রেণি চেতনার প্রকাশ আছে।

'কয়লাভাঁটা' গল্পে শ্রেণি বৈষম্যের ছবি আছে। না পেতে পেতে ন্যায্য প্রাপ্তিও শ্রমিকদের কাছে ঠাট্টা মনে হয়েছে। 'পারমিট'-গল্পে দরিদ্র মধ্যবিত্তর মানসিক সংকটকে সুন্দরভাবে এঁকেছেন গল্পকার। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বাঁচার জন্য এক যুবককে মনের দিক থেকে রিক্ত হতে হয়। মনে যতই কষ্ট হোক — 'সস্তায় দুমন ধানের পারমিট পেয়েছি। স্ত্রী-পুত্র এখন মাস দুই খেয়ে বাঁচবে।''

বিভূতিভূষণ সমকালের দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে স্বতন্ত্র। তারাশংকর বা মানিকের মতো জীবনের বাস্তব ও জটিলতার ব্যাপারে তিনি অত্যুৎসাহী ছিলেন না। আবার বাস্তবকে এড়িয়েও যান নি। আসলে বিপন্ন সময়ের লেখক হয়েও তিনি মনুষ্যত্বে আস্থাশীল ছিলেন। লিখনশৈলীতেও তিনি অপর দুজনের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। সহজ সরল অথচ গভীর বাক্যবিন্যাসে লেখা তাঁর ছোটোগল্প আজও পাঠকের মন জয় করে চলেছে।

[ড. তাপসী মণ্ডল]

Scanned with CamScanner